Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

মানবকণ্ঠ

ঢাবি উপাচার্যের সাথে চীনের রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

The Daily Observer

Dhaka University VC Prof Dr ABM Obaidul Islam and Chinese Ambassador in Bangladesh Yao Wen pose for a photograph during a courtesy meeting at the VC's office on Thursday. PHOTO: OBSERVER

Beijing, DU signal deepening academic ties

DU Correspondent

Chinese Ambassador to Bangladesh Yao Wen met with Dhaka University (DU) Vice-chancellor (VC) Prof. Dr. ABM Obaidul Islam to fortify bilateral relations through 'soft power' and scientific collaboration.

On Thursday, Forrukh Mahmud, deputy director of public relations office informed this through a press release that the high-level meeting held at VC's office. Discussions centered on transforming traditional diplomatic ties into robust research partnerships.

DU VC expressed optimism that the partnership would provide Bangladeshi students with unprecedented access to higher education opportunities in China, particularly in STEM fields.

Yao Wen said, "Strengthening cooperation in education and research is vital to enhancing the friendly relations between our two peoples."

He discussed a broad roadmap for cooperation, focusing heavily on modernizing the educational landscape in Bangladesh. Key pillars of the proposed collaboration included technology & innovation, infrastructure, mobility and language.

The dialogue focused on a versatile integration of academic and technical resources, ranging from high-tech industrial collaboration cultural immersion. Discussion centered on development of joint initiatives in cutting-edge fields such as semiconductor technology, renewable energy and other advanced scientific sectors. To support these ambitions, the proposal includes the establishment of modern and high-tech laboratories at DU bolstered by Chinese technical expertise.

Beyond hardware and research, the plan emphasizes human capital through the expansion of faculty and student exchange programs designed to promote a more globalized, cross-cultural academic environment.

The New Age

Leaders of the Dhaka University Central Students' Union pay a call on Dhaka University vice-chancellor Professor ABM Obaidul Islam at the VC office on Wednesday. — Press release

DU VC exchanges views with DUCSU leaders

Staff Correspondent

DHAKA University vice-chancellor Professor ABM Obaidul Islam exchanged views with leaders of the DU Central Students' Union at the VC office on Wednesday.

DU pro-VC, administration, Professor Sayema Haque Bidisha; DUCSU vice-president Sadik Kayem and general secretary SM Farhad, among others, were present in the meeting, said a press release.

Professor ABM Obaidul Islam sought all-out cooperation from DUCSU in all areas, including preserving a healthy learning environment on the DU campus, improving the quality of education and research, conducting administrative activities and maintaining peace, order and stability on the campus.

He said, 'As a teacher, I have always been vocal in favour of protecting the interests of students. Even after assuming the responsibility of the vice-chancellor, my position is still in favour of the students.'

আমাদের সময়

পহেলা বৈশাখ ও বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উদযাপন উপলক্ষে চারুকলা অনুষদে চলছে প্রস্তুতি। ছবিটি গতকালের ● ফোকাস বাংলা

সারাদেশে বর্ষবরণে উদ্দীপনাপূর্ণ প্রস্তুতি

চপল মাহমুদ ●

বাংলা নববর্ষ মানেই নতুন সূর্যের আলোয় ধুয়ে যাওয়া এক অনাবিল অনুভূতি। পুরনো ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে নতুন স্বপ্নে বুক বাঁধার দিন। সেই চিরচেনা আবেগ ও প্রাণবন্ত ঐতিহ্যকে বুকে নিয়ে বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ বরণ-করতে প্রস্তুত হচ্ছে পুরো দেশ। শহর-গ্রাম, নদী-মাঠ, স্কুল-কলেজ- প্রতি কোণে যেন বাঙালির চিরায়ত সংস্কৃতির রঙিন প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠছে। সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নেওয়া হয়েছে বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা। গত ২৯ মার্চ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সংস্কৃতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে চূড়ান্ত করা হয়েছে নববর্ষ উদযাপনের রূপরেখা। লক্ষ্য- নববর্ষকে শুধু একটি দিন নয়, বরং সর্বজনীন উৎসবে রূপ দেওয়া, যেখানে মিলবে সব মানুষের প্রাণের স্পন্দন।

রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় সর্বজনীন উৎসবের বিস্তার

রাজধানীতে থাকছে ঐতিহ্যের সবচেয়ে বর্ণিল শোভাযাত্রা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ আয়োজন করছে রঙিন শোভাযাত্রা, যা বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক জীবন্ত প্রতীক। ভোরের প্রথম আলোয় ছায়ানটের সুরে ভরে উঠবে রমনা বটমূল, যেখানে রবীন্দ্রনাথের গান আর বাঙালির হৃদয়ের আবেগে মাতোয়ারা হবে প্রতিটি স্থান। এবারের শোভাযাত্রার নাম হবে 'বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা', যা আগের 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' নামের ধারাবাহিকতাকে সম্মান জানিয়ে নতুন ভাবনা বহন করছে।

দেশের অন্য অংশেও ছড়িয়ে পড়বে উৎসবের রেশ। জেলা-উপজেলায় বৈশাখী র‍্যালি, লোকজ মেলা, গান-নৃত্যের আসর- সব মিলিয়ে এক গ্রামীণ-নগর মিলনমেলা। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আয়োজন করবে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক অনুষ্ঠান, যেখানে ফুটে উঠবে দেশের মাটির গন্ধ, মানুষের গল্প।

নববর্ষকে ঘিরে থাকবে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী, জাতীয় দৈনিকের বিশেষ ক্রোড়পত্র। টেলিভিশন ও বেতারে দিনভর প্রচারিত হবে গান, কবিতা ও ইতিহাসের ■ এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৬

সারাদেশে বর্ষবরণে উদ্দীপনাপূর্ণ প্রস্তুতি

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর) কর্মকাণ্ড, যাতে নতুন প্রজন্ম জানতে পারে তাদের শিকড়ের গল্প। শিশুদের জন্য থাকবে আলাদা আনন্দের আয়োজন। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আয়োজন করবে চিত্রাঙ্কন, রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা। শিশুরা তাদের নিজের চোখে ও কল্পনায় আঁকবে বৈশাখ। [illegible] এই উৎসবকে [illegible] হাসপাতাল, কারাগার ও সরকারি শিশু পরিবারগুলোতেও উন্নত খাবার ও সাংস্কৃতিক আয়োজনের মাধ্যমে উৎসবের আনন্দ ছড়িয়ে দেওয়া হবে। নিরাপত্তার বিষয়ে থাকবে কঠোর নজরদারি। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতায় তৈরি হবে বিশেষ নিরাপত্তা বলয়, যাতে মানুষ উপভোগ করতে পারে শান্তিপূর্ণ ও সুন্দরতম উৎসব।

এদিকে নতুনের ডাক যেন আগে থেকেই শোনা যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের প্রাঙ্গণে। জয়নুল গ্যালারির সামনে রঙ-তুলি, ক্যানভাস ও সাজের ভেতর শুরু হয়েছে নববর্ষের প্রস্তুতি। শিক্ষার্থী ও শিল্পীদের হাতে তৈরি হচ্ছে রঙিন মুখোশ, প্রতীক ও শৈল্পিক নিদর্শন, যেখানে ফুটে উঠছে উৎসবের প্রাণ। এই মহড়া চলবে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত।

নববর্ষ বরণে পুরোদমে প্রস্তুতি নিচ্ছে দেশের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট। দীর্ঘদিনের ধারাবাহিকতায় এবারও রমনা বটমূলে সূর্যোদয়ের সঙ্গে রাগ ভৈরব পরিবেশনার মধ্য দিয়ে শুরু হবে বর্ষবরণ। প্রায় ১৫০ জন শিল্পী অংশ নেবেন। অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করা হবে বাংলাদেশ টেলিভিশন, বেতার এবং ছায়ানটের অনলাইন প্ল্যাটফর্মে। এ ছাড়া এ বছর জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা (জাসাস) আয়োজন করছে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। নয়াপল্টনে বৈঠকে নেতারা অভ্যন্তরীণ বিভেদ ভুলে একত্রিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকার অঙ্গীকার করেছেন। পহেলা বৈশাখের সকালে রমনা পার্কের বাণী মঞ্চে জাসাসের মূল অনুষ্ঠান হবে, যেখানে সংগীত, নৃত্য ও লোকজ ঐতিহ্যের সমন্বয় ঘটবে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে আমন্ত্রণ জানানো হবে।

সবমিলিয়ে বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ শুধু একটি বর্ষবরণ নয়; এ যেন হৃদয়ের মিলন, সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ এবং নতুন দিনের প্রত্যাশায় আলোকিত এক সম্মিলিত যাত্রা। বাঙালির চিরচেনা আহ্বান আবারও ধ্বনিত হচ্ছে- এসো হে বৈশাখ, এসো এসো।